ক। র্ম। শা। লা

প্রতিবেদন

# খাদ্য, ক্ষমতা, রাজনীতি ও জনআন্দোলন

**WORKSHOP on FOOD, POWER, POLITICS AND PEOPLES' STRUGGLE**

9-21 June 2011

৫-৭ আষাঢ় ১৪১৮। ১৯-২১ জুন ২০১১। রবি-মঙ্গল বার। রিফ্লেক্ট রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (আরআরটিসি), ঢাকা

আয়োজনে: একশনএইড ও ফুড সিকিউরিটি নেটওয়ার্ক-বাংলাদেশ

ফুড সিকিউরিটি নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশের উদ্যোগে খাদ্য, ক্ষমতা, রাজনীতি ও জনআন্দোলন শীর্ষক তিন দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯ জুন ২০১১ থেকে ২১ জুন ২০১১ তারিখ পর্যন্ড়। ঢাকার মনসুরাবাদে রিফ্লেক্ট রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে (আরআরটিসি) আয়োজিত এই কর্মশালায় ঢাকা থেকে অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন সংগঠনের ১৬জন প্রতিনিধি। ঢাকার বাইরে পাহাড়-সমতল-উপকূল-হাওড় অঞ্চল থেকে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা-বয়সের বাঙালি-আদিবাসী-পাহাড়ী বৈচিত্র্যময় মানুষেরা । কর্মশালাটির মূল লক্ষ্য ছিল, খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনগুলো কে সাথে নিয়ে সমাজে অবহেলিত ও প্রান্ড়িক পর্যায়ের মানুষগুলোর জন্য কাজ করা।

নির্ধারিত সময়ের থেকে আধঘণ্টাখানেক দেরীতে আরআরটিসি ভবনের নিচতলায় শুর“ হয় প্রথম দিনের কার্যক্রম। ফুড সিকিউরিটি নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশের সমন্বয়কারী পাভেল পার্থ সঞ্চালনা করতে এসে অংশগ্রহণকারীদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি খাদ্য-প্রাকৃতিক সম্পদ-কৃষি অধিকার নিয়ে যারা আন্দোলন করছেন দুনিয়াজুড়ে, তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানান। আয়োজক হিসেবে নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথা বলতে গিয়ে তিনি প্রতিবন্ধী এবং ছিটমহলবাসীদের এই কর্মশালায় আনতে না-পারার ব্যর্থতা স্বীকার করেন। তবে তিনি সৌরভ বড়ুয়া ও নুর“ল আলম মাসুদের কথা উলেখ করেন, যারা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করেন। পাভেল পার্থ বলেন, খাদ্য ও কৃষির সুরক্ষায় দেশের জনগণের ঐতিহাসিক সংগ্রামকে বেগবান ও সফল করতে সমাজের সকল শ্রেণী ও বর্গের সম্মিলিত জোরালো ভূমিকা প্রয়োজন। তিনি আশা রাখেন, সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আলাপ-বাহাসের ভেতর দিয়ে সম্মিলিতভাবে একটা দিক নির্দেশনা পাবেন তাঁরা। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখতে তিনি ফুড সিকিউরিটি নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশের যোগাযোগ উপদেষ্টা হিলে-াল সোবহানকে আমন্ত্রণ জানান।

হিলে-াল সোবহান তার বক্তব্যে অংশগ্রহণকারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই কর্মশালার মাধ্যমে এই নেটওয়ার্ককে আরও শক্তিশালী, আরও গতিশীল, আরও কার্যকরী করবার আশা ব্যক্ত করেন। দরকারে নেটওয়ার্কটিকে রিস্ট্রাকচারড্ করবার কথাও বলেন তিনি। নেটওয়ার্কের সংবিধান প্রণয়নে কাজ শুর“ করবার প্রসঙ্গ উলেখ করেন তিনি। নেটওয়ার্কটা বিস্ড়ৃত করবার মাধ্যমে একে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন তিনি। তিনি জানান, জাতীয় পর্যায়ে একটা অথরিটি হয়ে ওঠাই তাদের লক্ষ্য। হিলে-াল সোবহানকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাভেল পার্থ মন্ড়ব্য করেন, যারা

কিনা খাদ্য উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যুক্ত, ঐতিহাসিকভাবে সেই তারাই খাদ্য বঞ্চিত। এবার তিনি ফুড সিকিউরিটি নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশের ফোকাল ফারহাত জাহানকে আমন্ত্রণ জানান এই নেটওয়ার্কের কর্মসূচি ও প্রচেষ্টা নিয়ে বলবার জন্য।

ফারহাত জাহান প্রথমেই; ইনসিডিন-বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক রতন সরকার আজ আসতে পারবেন না, কালকে এই কর্মশালায় যোগ দেবেন এই তথ্য জানিয়ে শুর" করেন। খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্কের জন্মের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তার পারস্পারিক সম্পর্ক, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সেই কৃষির ভূমিকা কমে যাওয়া, যাপনে-জীবনে নিও লিবারাল ইকোনমিক বাস্ড়বতার অভিঘাত, বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তায় কম বরাদ্দ, গরীববিমুখ উন্নয়ন নীতি, বাজেটে কৃষি ভর্তূকি কমানোর প্রসঙ্গ উলে- খ করেন। তিনি বলেন, সংবিধানে খাদ্য অধিকার প্রিন্সিপল হিসেবে এসেছে কিন্তু অধিকার আকারে আসেনি। ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়বার লক্ষ্য নিয়েই ফুড সিকিউরিটি নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশের যাত্রা শুর" হয়।

ফুড সিকিউরিটি নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশের কাজ কিভাবে পরিচালিত হয় তা নিয়ে বলতে গিয়ে ফারহাত বলেন, রিসার্চ-ক্যাম্পেইন-এ্যাকশন; মানে সিভিল সোসাইটি ও মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ তৈরীর মাধ্যমে বিভিন্ন ইস্যুকে পলিসি লেভেলে নিয়ে যাওয়ার কাজ করা হয়। উদ্দেশ্য নিয়ে ফারহাত বলেন; জাতিসংঘের সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার এক নম্বর উদ্দেশ্য ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করা, পাবলিক এজেন্ডা বাস্ড়বায়ন, দেশে আসা বিভিন্ন ফান্ডের কার্যকরী ব্যবহারের কথা বলেন। লোকাল সিভিল সোসাইটি, জনসংগঠন, প্রান্ড়িক নারী-পুর"ষ কৃষক, জনপ্রতিনিধি, স্যোশাল এ্যাকটিভিস্ট আর মিডিয়াকে সাথে নিয়ে সরকার-সংসদ-এর কাছে দাবি দাওয়া জানান দেয়া এই নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য।

২/৩বছরের করা কাজের কথা বলতে গিয়ে তিনি খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে সিচুয়েশন এ্যানালাইসিস, জনগণের ভাবনা সিভিল সোসাইটি-জনপ্রতিনিধির কাছে ছড়িয়ে দেয়া, বাজেট মনিটরিং, এ্যান্টি কর্পোরেট এ্যাকটিভিটি, জনউদ্যোগের মডেল জাতীয় পর্যায়ে তুলে ধরা, জল-জমির উপর মানুষের অধিকার, কৃষকের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করা, নেটওয়ার্কিং-এর প্রসঙ্গ উলে- খ করেন। এছাড়া দক্ষিণ এশীয় বিভিন্ন সংগঠনের সাথে কাজ করার চেষ্টার কথা উলে- খ করেন ফারহাত। তিনি জানান ভারত-নেপালের এমন কিছু সংগঠনের সাথে তাদের ঐক্যমত্য হয়েছে বেশ কিছু বিষয়ে। তিনি পানি বণ্টনের মতো আঞ্চলিক ইস্যু সমাধানে বহুপাক্ষিক চুক্তির ব্যাপারে ঐ সংগঠনগুলোর সাথে মিলেমিশে কাজ করবার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মুক্ত আলোচনা পর্বে এসে ফারহাত জাহানের কথা ধরে আলাপ করতে গিয়ে তালিব বাশার নয়ন ভূমি সমস্যার সমাধানে পার্বত্য জমির দলীলী স্বত্ব এবং খাজনা দেবার

দাবি করবার কথা বলেন। জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন সংগঠন, টাঙ্গাইল প্রতিনিধি সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকবার প্রসঙ্গ খুবই গুর"ত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে বলেন, সাংবিধানিক স্বীকৃতি ছাড়া ভূমি সমস্যার সমাধান সম্ভব না। সংশপ্তক, চট্টগ্রামের সৌরভ বড়ুয়া মত দেন যে সমতল আর পাহাড়ের ভূমিসমস্যা আলাদা ধরনের। সমাধানের পথও ভিন্ন। ফারহাত নিজের মতামত দিতে গিয়ে সামষ্টিক মালিকানার ব্যক্তিমালিকানায় পর্যবসিত হবার ঐতিহাসিক বাস্ড়বতা তুলে ধরে সংবিধানে সামষ্টিক মালিকানার বিষয়টি অঙ্গীভূত করবার দাবির প্রসঙ্গ উলে- খ করেন।

খাসিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, মৌলভীবাজার-এর এ্যান্ড্রু সলোমার টাঙুয়ার হাওড়ে ভারতীয় কয়লা-বর্জ্য আসবার প্রসঙ্গ উলে- খ করে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন সফরেই ভারতের সাথে আন্ড়রাষ্ট্রীয় চুক্তি করবার দাবি তুলে ধরবার কথা বলেন। এছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের অংশগ্রহণকারীরা জলবায়ু পরিবর্তন, সুন্দরবন, পানি সঙ্কট, চিংড়ি চাষের মতো ইস্যুগুলোতে ক্ষমতাশালীদের বির"দ্ধে আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন খুব সংক্ষেপে।

এরপর বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) যুগ্ম সম্পাদক মিহির বিশ্বাস বাপাকে ঘিরে জনআন্দোলন সংগঠিতকরণের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। প্রথমেই তিনি **বুড়িগঙ্গা বাঁচাও** আন্দোলন থেকে কীভাবে একটু একটু করে বাপার জন্ম হলো সেটা উলে- খ করেন। মুনাফাবিহীন স্বেচ্ছাসেবী এই সংগঠনকে গণচাদায় চলা সংগঠন হিসেবে উলে- খ করেন তিনি। এরপর আন্দোলন সংগঠিত করতে গিয়ে ফান্ড কোথায় থেকে আসে, কীভাবে বাপা পরিচালিত হয়, প্রবাসীদের সাথে বাপার যোগাযোগ নিয়ে বলেন তিনি। বাপার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে তিনি বলেন, শুধুই প্রাকৃতিক পরিবেশই তাদের কাজের এলাকা। অন্যকিছু না। সেই পরিবেশের ক্ষয় থামানো এবং পরিবশেকে রক্ষা করবার লক্ষ্যে কাজ করাই বাপার উদ্দেশ্য বলে জানান মিহির। সফলতার কথা বলতে গিয়ে পলিথিন নিষিদ্ধকরণ, টু স্ট্রোক ইঞ্জিন বন্ধ, লেডেড জ্বলানী আমদানি বন্ধ করা, তামাক মুক্ত দেশের আন্দোলনে সফলতার কথা বলেন তিনি।

মিহির বিশ্বাসের আলাপ ধরে প্রশ্নোত্তর পর্বে একজন অংশগ্রহণকারী ২টি প্রশ্ন তোলেন। একটি প্রশ্ন হলো নিও লিবারাল বাজারের যুগে কেমন করে স্বেচ্ছাশ্রমে সংগঠন চালানো যাবে। আরেকটি প্রশ্ন হলো পলিথিন তো এখনও বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। বাপা মনিটরিংয়ের কোন ব্যবস্থা করেছে কিনা। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে মিহির এনজিওগুলোকে দায়ী করেন সামাজিক স্বেচ্ছাশ্রম-বিরোধী মানসিকতা তৈরী হবার জন্য। কথার সূত্রে ভয়েস-এর ফারজানা আক্তার জনআন্দোলন সংগঠিত করতে নিজের-নিজেদের দায়-দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের ভাববার আহ্বান জানান। দ্বিতীয় প্রশ্নটির কোন উত্তর দেননি মিহির। আরেকজন অংশগ্রহণকারী ঢাকার বাইরে কার্যক্রম নাই কেন জিজ্ঞেস করলে মিহির সীমাবদ্ধতার কথা জানান। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার বাইরে পাবনা-বগুড়া-চট্টগ্রাম-সিলেটে কার্যক্রম বিস্ড়ৃত হবার খবর জানান। পাভেল পার্থ প্রশ্ন করেন, এত গুর"ত্বপূর্ণ ভিআইপিরা কেন আসে বাপার কর্মসূচিতে কিংবা বাপার সাথে। উত্তরে মিহির বাপার নন প্রফিট চরিত্র, এর লিগ্যাল দিক উলে- খ করেন। সবশেষে তিনি বলেন, সব কাজই ভালো করছি এমন দাবি নেই। সবাইকে সদস্য হবারও আহ্বান জানান তিনি।

এরপর বিরতি পর্বে সবাই দুপুরের খাবার গ্রহণ করতে চলে যান। বিরতি শেষের নির্ধারিত আলোচনা রতন সরকার উপস্থিত না-হওয়ায় অনুষ্ঠিত হয়নি। হয়েছে দলীয় অনুশীলন প্রচেষ্টায় আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বিনিময়। লোকজ, খুলনার অংশগ্রহণকারী তাদের জন-আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে গিয়ে পুকুর লিজ দেয়া বন্ধ রাখা, বটিয়াঘাটার ভেতরে

লবণ-পানি উত্তোলন বন্ধ থাকা, খাসজমির সুবণ্টন, ৭০ জাতের আমন বীজ দিয়ে ধানচাষ, বিভাগীয় পরিবেশ প্রাপ্তির প্রসঙ্গ উলে-খ করেন। প্রতিবন্ধকতার কথা জানান দিতে গিয়ে তিনি বহুজাতিক কোম্পানির ফ্রী বীজ সরবরাহ, প্রতি একর জমিতে তাদের বীজ চাষের জন্য ব্রাকের ভর্তূকির প্রসঙ্গ উলে-খ করেন।

প্রাণ, নোয়াখালীর নুর“ল আলম মাসুদ বহুজাতিক ঝলক ধানের বির“দ্ধে তাদের আন্দোলনের কথা বলেন। ধান ওঠার দুই সপ্তাহ আগে চিটা লেগে যায় ধানে। এরপর মিডিয়াকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি, সুশীল ব্যক্তি, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষকে নিয়ে কি করে তিনি আন্দোলন সংগঠন করেন সেটা নিয়ে আলাপ করেন।

এরপর কৃষক, মহেশ্বরচান্দা, ঝিনাইদহ থেকে আসা প্রবীণ কৃষক-গবেষক মো: হেলাল উদ্দীন নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে বলতে গিয়ে চলে যান সেই স্বাধীনতাত্তর বাংলাদেশে। মওলানা ভাসানীর সাথে রাজনীতি করেছেন, এরপর শেরে বাংলার সাথে কৃষক প্রজা পার্টি করেছেন, এরপর এসেছেন শ্রেণীশত্র“ খতমের রাজনীতিতে। মহাজনী শোষণ-শাসন দেখেছেন। একসময় উপলব্ধি করেছেন শ্রেণীশত্র“ খতমের রাজনীতি কাজের না। উৎপাদনের শক্তি মানুষ। কেন তাদের মেরে ফেলা। ওমর আলী নামে একজনকে সাথে নিয়ে এরপর শুর“ করেন অন্য কাজ। শুর“ করেন দলবদ্ধ চাষ। পেয়ে যান একজন কৃষি-বিজ্ঞানী। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রশিক্ষণ নিয়ে জৈব সার তৈরী, কেচো উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করেন। শুর“ করেন রাসায়নিক বহুজাতিক সার কীটনাশক বীজ ছাড়া কৃষি। তিনি আদিবাসী-পাহাড়ি-বাঙালি-হিন্দু-মুসলমান সবার অধিকারের দুনিয়া চান। মাতৃদুনিয়া রক্ষার প্রত্যয় ঘোষণা করেন। দ্বিদলীয় রাজনীতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, পাকি“স্ড়ানিরা যেমন করে মানুষ মেরেছে তেমনি করে এরাও মানুষ মারছে।

সঞ্চালক পাভেল পার্থ এই পর্যায়ে এসে মো. হেলাল উদ্দীনের বক্তব্যকে ফুড সিকিউরিটি নেটওয়ার্কের দর্শন হিসেবে গ্রহণ করবার প্র“স্ড়াব দেন। এরপর তিনি এ্যান্ড্রু সলোমারকে অনুরোধ করেন খাসিদের গাছকাটা বিরোধী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে।

এ্যান্ড্রু সলোমার তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে কীভাবে আদিবাসী চা শ্রমিক আর খাসিয়াদের মধ্যে ক্ষমতাশালীরা ঝামেলা তৈরী করে এবং একজন শ্রমিক খুন হন, তারপর একই শ্রেণীর মানুষেরা কী করে সংঘর্ষে জড়িয়ে যান সেটা বর্ণনা করেন। আন্দোলনের এই সমস্যা সমাধানে কী করা যায় সেটা নিয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন হাওরবাসী রক্ষায় নাগরিক উদ্যোগ, সুনামগঞ্জ-এর নির্মল ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর ভাসান পানির আন্দোলনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে কী করে ডাকাতদেরও আন্দোলনের অংশীদার করে সুন্দর জীবনে ফিরিয়েছিলেন এবং ক্ষমতাশালীদের বির“দ্ধে প্রতিরোধ গড়েছিলেন। চা শ্রমিক আর খাসিয়াদের ঐক্য তৈরীর জন্য তিনি দুই পক্ষেরই অপিনিয়ন লিডার, প্রতিনিধিত্বকারীদের সাথে বসবার পরামর্শ দেন।

আদিবাসী নারী সংগঠন জয়পুরহাটের কাজলী মুর্মু সংগঠিত শক্তি কিভাবে ক্ষমতাশালীদের প্রতিরোধ করতে পারে সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এরপর উন্নয়নধারা, ঝিনাইদহ-এর তালিব বাশার নয়ন বৈশ্বিক রাজনীতির পেক্ষাপটে জনআন্দোলনকে ব্যাখ্যা করেন সুন্দর করে। খোদ রাষ্ট্রযন্ত্র শোষণ কর্তৃত্বের সম্পর্কসূত্রও ব্যাখ্যা করেন। বহুজাতিক কোম্পানি, রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা সরকার, ঘুষ-দূর্নীতি-লুটপাট, নিও লিবারাল বাজারের সম্পর্ক সূত্র ব্যাখ্যা করেন। বৈশ্বিক মিডিয়া সিস্টেমের কিনারের দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মিডিয়া কী করে শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে এবং কেন তার উপর শেষাবধি নির্ভর করা যাবে না সেটাও বলেন। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, কমিউনিটি উদ্যোগকে তিনি জর"রি বলে মত দিয়েছেন। এরপর পাভেল পার্থ রাজশাহীর গোদাগাড়িতে সিনজেন্টার বির"দ্ধে সংগঠিত বিশ্বের সবথেকে বড় আন্দোলন নিয়ে বলেন। বাকি অভিজ্ঞতা আগামিকাল বিনিময় হবে বলে জানান। দিনের শেষে ভয়েস-এর ফারজানা আক্তার সমাপ্তি বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, শ্রেয়তর সমাজের জন্য চলতে থাকা আন্দোলনের আশাবাদকে সাথে নিয়ে বলেন নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন নিজেরাই করতে হবে। অন্য কেউ করতে পারবে না। করে দেবে না।

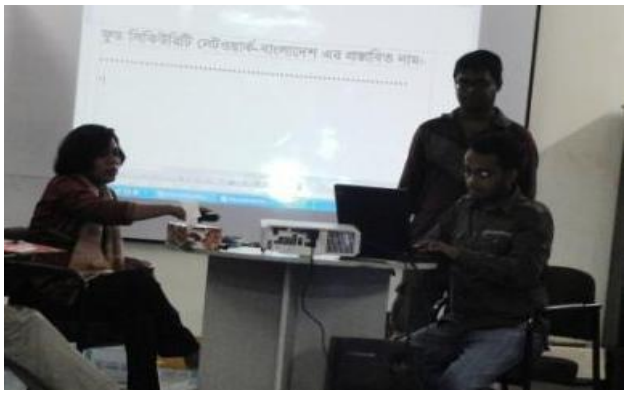

২০.০৬,২০১১ তারিখ কর্মশালার দ্বিতীয় দিনের শুর"তেই প্রথম দিনের সারসংক্ষেপ করেন দর্পণ সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র, কুমিল-ার ফারহানা মরিয়ম। এরপর পাভেল পার্থ তাঁর বই **খাদ্য লঙ্ঘন ও লড়াই** নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় খাদ্যরাজনীতি, দেশের বিভিন্ন ভৌগলিক এলাকার খাদ্য-বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতি, খাদ্যনীতি নিয়ে রাষ্ট্রীয় অবস্থান শনাক্ত করেন। বই থেকে তিনি ১২টি বৈচিত্র্যপূর্ণ অঞ্চলের উপর আলাপ করে খাদ্য নিয়ে নিম্নবর্গের বিপন্নতা এবং প্রতিরোধের দলিল উপস্থাপন করেন।

এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ **ক্ষুধা-রাষ্ট্র-শ্রেণী সংগ্রাম** নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় তিনি খাদ্য সমস্যা, এর কারণ, সমাধান এইভাবে আলাপটা তুলে ধরেন। টপিক নিয়ে থিওরিটিক্যাল কথা বলেন প্রথমে। বর্তমান নির্ধারিত দারিদ্র্যরেখা/দারিদ্রসীমাকে তিনি তাঁর শিক্ষক প্রফেসর আনিসুজ্জামানানের মতো করে গবাদি পশু মার্কা দারিদ্র্যরেখা হিসেবে উলে-খ করেন। তিনি দেখিয়েছেন, দেশ-সমাজ-রাষ্ট্রভেদে দারিদ্র্যসীমা আলাদা আলাদা। স্থান-কালগতভাবেও আপেক্ষিক। দারিদ্র্যের ধারণা তুলনামূলক, সাপেক্ষিক। শ্রেণীবিভাজনের পরের জিনিস। দারিদ্র্যসীমাও তাই আপেক্ষিক। দারিদ্র্য বহুমুখী আপেক্ষিক বঞ্চনার ঘটনা। তিনি বলেছেন, দারিদ্র্য-কনসেপ্ট পুঁজিবাদী। মানুষকে মানুষ হিসেবে নয়, দেখা হচ্ছে শ্রমশক্তি হিসেবে। শোষণ উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে। তবু এইটুকুও বাংলাদেশে হয়না। এটাকে তিনি অনুন্নত ক্যাপিটালিজমের প্রবে-ম, আদতে খোদ ক্যাপিটালিজমের প্রবে-ম হিসেবে শনাক্ত করেন। সামাজিক নিরাপত্তা জাল কর্মসূচির বর্তমান ব্যবস্থাপনারও সমালোচনা করেন তিনি। স্পষ্ট করে বলেন, মানুষকে ক্ষুধাময় প্রাণী নয়, সৃজনশীল মানুষ। কেড-হিউম্যান-এর বই **গে-াবাল ইনায়ুলিকিটি** থেকে ভয়াবহ তথ্য দিয়েছেন তিনি। সেখান থেকে জানা গেছে, মানুষের স্বর্গ সৃষ্টির ক্ষমতা ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। ঐ বই থেকে দেখিয়েছেন, শুধু সুগন্ধী ব্যবহারের টাকা দিয়ে চরম দরিদ্রদের মৌলিক অধিকার পূরণ করা সম্ভব। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ো ফুড তৈরী, নিও লিবারাল বাজারের অসম বণ্টন-ব্যবস্থা, কর্পোরেট কৃষি সিন্ডিকেটকে বাধা হিসেবে শনাক্ত করেন। সমাধান হিসেবে তিনি বায়ো ফুড নিষিদ্ধকরণ, কৃষি ভর্তুকি বাড়ানো, যথার্থ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, কর্পোরেট কৃষিকে র"খে দেয়া এবং খাদ্য-বাজারের উপর রাষ্ট্রীয় হস্ড়ক্ষেপ কামনা করেন।

আলোচনা শেষে এম এম আকাশকে বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চল থেকে আসা অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজস্ব এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বলেন। তিনি আইনগত জায়গায় প্রতিরোধ গড়ে তুলবার সাথে সাথে মিডিয়া ও অগ্রসর মানুষদের সাথে নিয়ে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বলেন এবং নিজে সত্যিকারের জনআন্দোলনে সামিল থাকবার প্রতিশ্র"তি দেন। বহুজাতিক বাণিজ্য সংঘের বির"দ্ধে সংগ্রামে জনআন্দোলনের আ"ড় র্জাতিকতার গুর"ত্বও উপস্থাপন করেন তিনি।

এরপর দুপুরের খাবারের বিরতির পর **খাদ্য ক্ষমতা রাজনীতি** শীর্ষক বক্তৃতা উপস্থাপন করেন সলিমুল-াহ খান। আলাপ করতে গিয়ে তিনি ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ টেনে আলাপ করেন। দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে যেগুলো মিথ প্রচলিত সেগুলোর মুখোশ উন্মোচন করে দেখান যে, আসলে খাদ্য উৎপাদন কম হওয়া কিংবা ক্রয়-ক্ষমতা শুধু নয়, আসলে এটা আদতে একটা ক্ষমতা-সম্পর্কের ব্যাপার। তিনি খাদ্য-সমস্যাকে পুরোপুরি রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে অভিহিত করেন, সামগ্রিক অনিরাপদ পরিস্থিতির সাথে খাদ্য অনিরাপত্তার পারস্পারিকতার কথা বলেন। খাদ্য সমস্যা সমাধানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের পক্ষে মত দেন। এরপর সলিমুল-াহ খান অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

সবশেষে পাভেল পার্থ পরদিন **খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্ক, বাংলাদেশের** নতুন নাম প্র"ড়াব করবার জন্য হাউসের সবাইকে অনুরোধ করে দিনের কর্মসূচি শেষ করেন।

২১.০৬.২০১১ তারিখ কর্মশালার তৃতীয় দিনে পাভেল পার্থ সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দিনের কর্মসূচি শুর" করেন। তিনি শেষ দিনটিকে খুবই গুর"ত্বপূর্ণ অভিহিত করে বলেন, আজকের দিনের কর্মসূচি হলো: **নাম চূড়া"ড়করণ, গঠনতন্ত্রের খসড়া, কর্মসূচি নির্ধারণ, সদস্যভূক্তি, এবং এ্যাকশন এইডের সাথে সম্পর্ক**। এরপর গতকালকার কর্মসূচির রিভিউ করবার জন্য তিনি অনুরোধ জানান হিউম্যানটারিয়ান ফাউন্ডেশন, বান্দরবনের অংশগ্রহণকারীকে। তিনি গতদিনের রিভিউ করেন। ফারহানা মরিয়ম বাদ পড়া কিছু বিষয় সংযুক্ত করেন।

এরপর পাভেল পার্থ এবং ফারহাত জাহান অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একটি করে আর্ট কার্ড আর মার্কার পেন সরবরাহ করেন নেটওয়ার্কের নতুন নাম প্র"ড়াব করবার জন্য। অংশগ্রহণকারীদের প্র"ড়াবিত নামগুলো:

- খাদ্য নিরাপত্তা আন্দোলন, বাংলাদেশ
- খাদ্য নিরাপত্তা ঐক্য আন্দোলন, প্রস্তুতি
- বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা ঐক্য আন্দোলন, প্রস্তুতি
- বাংলাদেশ খাদ্য সুরক্ষা আন্দোলন
- বাংলাদেশ খাদ্য সুরক্ষা মঞ্চ
- বাংলাদেশ খাদ্য স্বাধিকার সুরক্ষা
- বাংলাদেশ খাদ্য স্বাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ

- খাদ্য অধিকার আন্দোলন
- বাংলাদেশ খাদ্য অধিকার আন্দোলন
- বাংলাদেশ খাদ্য অধিকার মঞ্চ
- খাদ্য সার্বভৌমত্ব আন্দোলন, বাংলাদেশ
- খাদ্য সার্বভৌমত্ব নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ
- পিপলস্ নেটওয়ার্ক অন ফুড সিকিউরিটি বাংলাদেশ
- খাদ্য স্বাধিকার সংহতি রক্ষা মঞ্চ
- দ্বীপ
- কৃষক মৈত্রী
- খাদ্য নিরাপত্তা বাংলাদেশ
- ফুড সিকিউরিটি নেটওয়ার্ক বাংরাদেশ
- খাদ্য নিরাপত্তা অধিকার ফোরাম
- নিরাপদ খাবারের জন্য প্রচারাভিযান
- এসো নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করি
- খাদ্য সুরক্ষা ফোরাম
- দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা আন্দোলন বাংলাদেশ
- ওাইট ফর ফুড মুভমেন্ট
- ক্যাম্পেইন ফর রাইট টু ফুড
- বাংলাদেশ খাদ্য সমবণ্টন অধিকার
- খাদ্য হাহাকার ফোরাম বাংলাদেশ
- খাদ্য সংগ্রাম পরিষদ বাংলাদেশ
- দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা আন্দোলন
- সার্বভৌম খাদ্য অধিকার ফোরাম
- সার্বভৌম খাদ্য অধিকার লড়াই
- খাদ্য নিরাপত্তার জন্য আন্দোলন
- বাংলাদেশ খাদ্য সুরক্ষা আন্দোলন
- জীবনের জন্য খাদ্য
- বাঁচার লড়াই ও খাদ্য আন্দোলন
- বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা অধিকার
- বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা অধিকার জনআন্দোলন
- খাদ্য অধিকার জনআন্দোলন

হিলে-াল সোবহান কোন নাম প্রস্ড়াব না করে প্রস্ড়াব দেন, ছোট-আকর্ষণীয় কোন নাম গ্রহণের। তিনটি নাম প্রস্ড়াবিত হয়:

- ফাং
- মিফাং
- খানি

এরপর ডিরেক্ট ভোট প্রদানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১৫ ভোট পেয়ে **খানি : খাদ্য নিরাপত্তা বাংলাদেশ** সর্বসম্মতিক্রমে নেটওয়ার্কের নতুন নাম হিসেবে গৃহীত হয়।

চা বিরতির পর সৌরভ বড়ুয়া ও নুর"ল আলম মাসুদ নেটওয়ার্কের মূলনীতি-লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণে প্রস্ড়াবতা দাঁড় করাতে শুর" করেন।
প্রস্ড়াব আসে তারাই কেবল এই নেটওয়ার্কের সদস্য হবে না যারা নিও লিবারাল ইকোনমির দোসর, বড় বড় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির পরামর্শ গ্রহণ করে। হিলে-াল সোবহান বলেন, এমন জায়গা থাকলে আমরা খোদ নিজেদের নেটওয়ার্কে তাদের অবস্থান নিয়ে তাদের সাথে ডিল করতে পারব না। তারপর খসড়া সিদ্ধান্ড় হয়:

**সদস্য বিষয়কঃ**

- খাদ্য নিরাপত্তা ইস্যুতে কর্মরত সমমনা প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ব্যাক্তি, দল সদস্য হতে পারবেন।
- সদস্যরা নির্দিষ্ট সদস্য ফরম পূরণের মাধ্যমে সদস্যপদের আবেদন করবেন।
- সদস্যদের নির্দিষ্ট সদস্যপদ ফি (মেম্বারশিপ ফি) থাকবে ১০০ টাকা।
- বাৎসরিক সদস্য (প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি) ফি-১০০ টাকা।
- খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মসূচির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ/কোনো বাণিজ্যিক-কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের সাথে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত কাউকে এই নেটওয়ার্ক থেকে বাদ দেয়া হবে। তবে নেটওয়ার্কের বৃহত্তর পরিসরে খাদ্য নিরাপত্তার প্রতিবন্ধক/বাণিজ্যিক/কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানকে রাখা যেতে পারে।
- পর পর তিনটি নীতিসভায় কেউ অনুপস্থিত থাকলে তাকে উপযুক্ত কারণ দর্শানোর জন্য নোটিশ করা হবে। যথাযথ কারণ না দর্শালে তাকে নিষ্ক্রিয় সদস্য করা হবে। কোনো সদস্য পরপর ২টি সভায় অনুপস্থিতির পর ৩য় সভায় অনুপস্থিতির কারণ দর্শালে তাকে উপস্থিত ধরা হবে। তবে নির্দিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত না হতে পারলে প্রতিনিধি পাঠাতে পারবেন।
- কোনো কৃষক সংগঠন, পরিবেশ আন্দোলন, ভোক্তা অধিকার আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন, ক্ষুদ্র-প্রান্তিক-পেশাজীবী সংগঠন নেটওয়ার্কের সদস্য হতে পারবেন, তবে রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে কেউ সদস্য হতে পারবেন না।
- সাধারণ সদস্যদের বাইরেও অনেক গুলি সাব-কমিটি থাকবে।

এরপর নেটওয়ার্কের মূলনীতি তৈরীতে হিলে-াল সোবহান সহায়তা করেন। ইন্টারন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি নেটওয়ার্কের মূলনীতিকে উপজীব্য করেই নেটওয়ার্কের মূলনীতির খসড়া উপস্থাপিত হয় এভাবে:

**নেটওয়ার্কের মূলনীতিঃ**

- সমমনা, সমউদ্দেশ্য ও সমরাজনৈতিক দর্শন
- গণতান্ত্রিক প্যাটফর্ম
- নেতৃত্ব হবে গণতান্ত্রিক/অংশগ্রহণমূলক
- সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে কাজ করা হবে
- সবাই সমসুযোগ ও সমঅধিকার ভোগ করবে
- আমলাতান্ত্রিকতা পরিহার করা
- সার্বভৌমত্ব, স্বাধিকার ও সমতা হবে ভিত্তি
- নেটওয়ার্কের সকল সদস্য সমান
- নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণে সবাই সবাইকে সহায়তা করবে
- সদস্যরা নেটওয়ার্কের কাজে নেটওয়ার্কের পরিচয়কেই প্রতিনিধিত্ব করবে
- তৃণমূলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ করা হবে
- তৃণমূল থেকে নীতিনির্ধারণ সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হবে (লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, কর্মসূচি প্রণয়ন, অগ্রগতি ও পরিবীক্ষণ মূল্যায়ণ)
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা
- কর্মসূচিসমূহ সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, বাস্তবসম্মত, সময়োপযোগী
- সুনির্দিষ্ট সময়কাল ও ফলপ্রসু উপযোগী কর্মসূচি
- কর্মসূচি প্রণয়নে স্থানীয়, দেশীয় সংস্কৃতি, বৈচিত্র্য ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা

এরপর হিলে-াল সোবহান রতন সরকারের পরামর্শে আন্তর্জাতিক খাদ্য নিরাপত্তা নেটওয়ার্কে যুক্ত হবার জন্য শর্তগুলো হাউসকে জানান। শর্তগুলো:

- খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করছে বা কোনো না কোনোভাবে জড়িত একাধিক সংগঠনের অন্তর্ভূক্তি রয়েছে এমন নেটওয়ার্ক
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সক্রিয় স্টিয়ারিং কমিটি রয়েছে
- কার্যকর সচিবালয় (অর্থ ও কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা রয়েছে)

- বাৎসরিক অডিট হয়
- নেটওয়ার্ক মেম্বারদের নিয়মিত বৈঠক হয়
- গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাৎসরিক পরিকল্পনা ও বাজেট
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যপূরণে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া
- সচিবালয় কোন প্রতিষ্ঠানে হবে তা নির্ধরণ করা
- জাতীয় সন্বয়কের নিয়োগ
- কর্মসূচী হবে সচিবালয়ের নেতৃত্বে
- গোল, আউটপুট, কার্যক্রম, কর্মসূচী ও আর্থিক প্রতিবেদনে অনুমোদন দেয়া

এরপর দুপুরের খাবারের পর হিলে-াল সোবহান-এর সহায়তায় সবাই মিলে নেটওয়ার্কের রাজনৈতিক দর্শনের খসড়া করেন এভাবে:

নেটওয়ার্কের রাজনৈতিক দর্শন/দার্শনিক প্রেক্ষাপট/ভিত্তি

- নেটওর্য়াকের রাজনৈতিক দর্শন থাকতে হবে
- আন্ড়র্জাতিক রাজনীতির সাথে সম্পর্ক থাকা
- মূলধারা খাদ্য উৎপাদন ও বন্টন (করপোরেট ব্যবসা, মধ্যসত্বভোগী, মূল্যবৃদ্ধি, মজুদ)
- খাদ্যে অসম প্রবেশাধিকার
- স্থায়িত্বশীল কৃষি
- প্রান্ড়িক ও দরিদ্র সাথে কাজ করবে নিরাপদ  পুষ্টিকর ও সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য খাদ্যের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা
- জাতীয় বিভিন্ন নীতিমালা/ কর্মকৌশলে খাদ্য উৎপাদন, বন্টন, খাদ্যে প্রবেশাধিকার, স্থায়িত্বকৃষি ইত্যাদিতে অন্ড়র্ভুক্ত আছে কি না দেখা
- তৃণমূলের কণ্ঠস্বর নিয়ে আসা
- বৈশ্বিক food governance related সকল আন্ড়র্জাতিক policy initiatives/platforms i.e. CFS, CSM জায়গাগুলো ক্রিটিক্যালি এনগেজমেন্ট এবং উদ্যোগগুলোকে তৃণেমূলে সম্পৃক্ত করা ও কার্যকর করা
- ক্ষুদ্র ও প্রান্ড়িক খাদ্য উৎপাদকদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং পরিবেশ বান্ধব ও গরিব বান্ধব কৃষির প্রচলন করা
- বান্ড়বসম্মত: দরিদ্রের স্বার্থ সুরক্ষা করবে এবং সমর্থন করবে
- প্রাকৃতিক সম্পদে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণ

গঠনতন্ত্র প্রণয়নে বিভিন্ন জায়গা ধরে খসড়া প্রস্ড়াব প্রণয়ন করা হয় হাউসে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিমোতাবেক নিম্নোক্তভাবে:
**সচিবালয়**

- স্টিয়ারিং কমিটি সচিবালয় নির্ধরণ করবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়, সাধারণ সদস্যদের মতামত নিয়ে
- কি কি কারণে সচিবালয় স্থনান্ড়রিত হতে  পারে
- অসহযোগিতা
- অদক্ষতা
- দুর্নীতি
- অনিচ্ছা

জাতীয় সমন্বয়কারীর দায়-দায়িত্ব

- আইএফএসএন সদস্য, অন্যান সদস্য, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও একশনএইড ফোকালের সাথে যোগাযোগ
- কর্মসূচী ও বাজেট খসড়া করা
- জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক সভা-কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ
- স্টিয়ারিং কমিটি জাতীয় সমন্বয়কারীর জব কম্পোজিশান করবে

স্টিয়ারিং কমিটি

সিদ্ধান্ড় হয় সর্বোচ্চ **১১** জন সদস্য থাকবে, যার মধ্যে :

- প্রতি বিভাগীয়/কৃষি প্রতিবেশের অংশগ্রহণ থাকবে
- নারী থাকবে
- আদিবাসী থাকবে
- কৃষক সংগঠন থাকবে

বিভিন্ন ভৌগলিক প্রতিবেশ থেকে আসা অংশগ্রহণকারীদের সরাসরি মতামতের ভিত্তিতে, তাদের আঞ্চলিক ইস্যুকে মূল উপজীব্য করে ইস্যু নির্ধারিত হয় এভাবে:

- পানির অধিকার
- স্থানীয় ও লোকজ জ্ঞান সুরক্ষা
- বীজ অধিকার সুরক্ষা
- খাদ্য নিরাপত্তায় স্থানীয় উদ্যোগ গ্রহণ (শস্যাগার ও গুদামজাতকরণ)
- প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈচিত্র্য (বন, হালদা, নদী, ভূমি, সাফারি পার্ক, বিল, হাওর)
- জাতীয়, আন্ড়র্জাতিক নীতি, সনদ, আইন, প্রকল্প জনগণের মাধ্যমে গ্রহণ
- নগরীয় কৃষি
- ক্ষুদ্র ও প্রান্ড়িক উৎপাদক সুরক্ষা/ জীবিকায়ন
- জলবায়ু পরিবতর্ন ও স্থানীয় অভিযোজন
- সার্বজনীন কৃষি তথ্য কাঠামো
- আঞ্চলিক পানি বন্টন

এরপর গঠনতন্ত্রের জন্য এইসব প্রস্ড়াবনা নিয়ে একটি খসড়া গটনতন্ত্র প্রষয়নের জন্য ৯সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব কমিটি করা হয়। কমিটিটি নিম্নরূপ:

## গঠনতন্ত্র কমিটি (৯ সদস্য বিশিষ্ট)

- **তালিব বাশার নয়ন/উন্নয়নধারা, ঝিনাইদহ**
- **শ্যামল কান্ড়ি বোস/সিএসডি,গোপালগঞ্জ**
- **অজয় এ মৃ/টাঙ্গাইল**
- **রতন সরকার/ইনসিডিন,ঢাকা**
- **ফারহাত জাহান/একশনএইড,ঢাকা**
- **নূর"ল আলম মাসুদ/প্রাণ,নোয়াখালী**
- **সৌরভ বড়ুয়া/সংশপ্তক, চট্টগ্রাম**
- **নাজমুল হোসেন/জেজেএস, খুলনা**
- **পাভেল পার্থ/বারসিক, ঢাকা**

গঠনতন্ত্র **প্রস্তুতি সময়** নির্ধারিত হয় **১০ জুলাই (প্রথম খসড়া)**
**মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের সময়** নির্ধারিত হয় **২০ জুলাই (দ্বিতীয় খসড়া)**

এবং গঠনতন্ত্র চূড়ান্ড়করণ সভার সময় নির্ধারিত হয় প্রথম সপ্তাহ আগস্ট ২০১১। তবে ৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস হওয়াতে যেন ঐ দিবসকে কেন্দ্র করে নেটওয়ার্কের যে সমস্য সংহঠনগুলো কর্মসূচি নেবে তাদের যেন কোন সমস্যা না হয় তাই আগস্টের প্রথম ৩দিনের মধ্যেই এই চূড়ান্ড়করণসভা অনুষ্ঠিত হবার প্রস্ড়াব দেয়া হয়। সর্বসম্মতিক্রমে এই চুড়ান্ড়করণসভার স্থান নির্ধারিত হয়: **খুলনা/আইআরভি (১-৩ আগস্ট ২০১১)/সোম-বুধবার**

সবশেষে **গঠনতন্ত্র চূড়ান্ড়করণ (জমা) দেয়ার তারিখ নির্ধারিত হয় ১৬ আগস্ট ২০১১**।

এরপর নেটওয়ার্কে একশনএইডের ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে বলতে পাভেল পার্থ অনুরোধ করেন সাবরি.... কে। তিনি জানান **নেটওয়ার্ক গভার্নেন্স** এবং **সাধারণ সদস্য হিসেবে কাজ করাই** হবে এ্যাকশন এইডের লক্ষ্য।

সবশেষে রতন সরকার নেটওয়ার্কের সাফল্য কামনা করে ৩দিনের কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা :

১. মোসলেমউদ্দীন স্বপন, রুটস, কুষ্টিয়ভ, ০১৭১১১৪০০৮৫
২. কাজী জাভেদ খালিদ, আইআরভি, খুলনা, ০১৯১১১৩১৯৬২
৩. তালিব বাশার নয়ন, উন্নয়নধারা, ঝিনাইদহ, ০১৭১৫২৫১৭১৯
৪. শহীদুল ইসলাম, উন্নয়নধারা, ঝিনাইদহ, ০১৭১৮২৮৮৯৮৬
৫. ড. শওকত আকবর ফকির, স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি, নেত্রকোণা, ০১৭৩০৩২৫০০৩
৬. অরূপ রতন ভৌমিক, ইপসা, চট্টগ্রাম, ০১৭১১৯৮৯২৮১
৭. সৌরভ বড়ুয়া, সংশপ্তক, চট্টগ্রাম, ০১৭১১২০৪৩৪৩
৮. মো. হেলালউদ্দীন, কৃষক, মহেশ্বরচান্দা, ঝিনাইদহ, ০১৭১৩৯২৪৭০২
৯. দেবপ্রসাদ সরকার, লোকজ, খুলনা, ০১৭১৬৭০৪১১০
১০. শ্যামল কান্ড়ি বোস, সিএসডি, গোপালগঞ্জ, ০১৭১১২৩৪৩৮৯
১১. গোবিন্দ বর্মণ, আদিবাসী সাহিত্য ও সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, গাজীপুর, ০১৭১৮৬৯৪৭৬৬
১২. মো. সইবুর রহমান, আলিশাপুর খাদ্য নিরাপত্তা গ্রাম, চাপাইনবাবগঞ্জ, ০১৭২৪১৬১২৯৮
১৩. মানিক সরেন, আদিবাসী ছাত্র পরিষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ০১৯২৩০৫২১২০
১৪. নির্মল ভট্টাচার্য, হাওরবাসী রক্ষায় নাগরিক উদ্যোগ, সুনামগঞ্জ, ০১৫৫২৪১৮৮৭১
১৫. এন্ড্রু সলোমার, খাসি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, মৌলভীবাজার, ০১৭১৫৮০১৪৫৪
১৬. নূরুল আলম মাসুদ, প্রাণ, নোয়াখালী, ০১৯১৯২৩১৭২২
১৭. মংমংসিং, হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন, বান্দরবান, ০১৭১৫২৪৬৩৬১
১৮. মুর্মু, আদিবাসী নারী উন্নয়ন সংগঠন, জয়পুরহাট, ০১৭১৬৬০৭৫৩৬
১৯. মুখলেছুর রহমান, গোদাগাড়ী কৃষক সংগ্রাম পরিষদ, রাজশাহী, ০১৭১৬৪১৬৬২৫
২০. রবিউল ইসলাম, গোদাগাড়ী কৃষক সংগ্রাম পরিষদ, রাজশাহী.
২১. মোহন কুমার মন্ডল, লিডার্স, সাতক্ষীরা, ০১৭১৩৪৬২৮২১
২২. মো. নাসির মিয়া, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ, ০১৯২৯০৮২৬৩৪
২৩. অজয় এ মৃ, জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন সংগঠন, টাঙ্গাইল, ০১৭১৫৪০৪২৯২
২৪. এটিএম জাকির হোসেন, জাগ্রত যুব সংঘ, খুলনা, ০১৭১১৮২৮৮৩৩
২৫. রবীন্দ্রনাথ সরেন, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, রাজশাহী, ০১৭১২২৭৮২১১
২৬. ফারহানা মরিয়ম, দর্পণ সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র, কুমিল-া, ০১৭১৯২২৬২৮৩
২৭. হাসান ইউসুফ খান, এসএনএফ ট্রাস্ট্র, গাজীপুর, ০১৭৩৩৯৫৫২৫০.

**প্রতিবেদন সহযোগী**
**বাধন অধিকারী**
অনলাইন সম্পাদক
রাজনৈতিক ডট কম
এবং
**নুসরাত শারমিন**
নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়